রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৬, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

টিভি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/০৬ আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৫.০০.০০০০.০২৪.২২.০০৪.১২-৫৪২—সরকার ০৫ আগস্ট ২০১৪/২১ শ্রাবণ ১৪২১ তারিখে 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪' অনুমোদন করেছে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

প্রথম অধ্যায়

সম্প্রচার নীতিমালা

১.১ পটভূমি

বর্তমান বিশ্বে সম্প্রচার মাধ্যম, বিশেষ করে বেতার এবং টেলিভিশন, গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সারা বিশ্বে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচারিত সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুষ্ঠানমালা এখন বাংলাদেশেও প্রচারিত হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের সম্প্রচার মাধ্যমসমূহ নিজস্ব প্রযোজনার বাইরেও বেসরকারি ও সৃজনশীল ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এতে করে সম্প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রযোজিত ও বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠানের মাঝে সৃজনশীল এবং নান্দনিক অনুষ্ঠানের সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের চিন্তা ও বিবেক, বাক এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপনসমূহ শ্রোতা ও দর্শকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ জন্যে সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা এবং বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগলিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেগুলোও বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। এছাড়া সম্প্রচার মাধ্যমসমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। এসব বিষয়কে বিবেচনায় রেখে সম্প্রচার মাধ্যমের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুষম নীতিমালা থাকা সমীচীন।

বর্ণিত প্রেক্ষিতে, অংশীজনদের (Stakeholders) সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন (Independent), বহুমুখী (Pluralistic), দায়বদ্ধ (Accountable) এবং দায়িত্বশীল (Responsible) সম্প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও বাংলাদেশের সম্প্রচার মাধ্যমসমূহকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় আনার জন্য এ নীতিমালা প্রণীত হলো। এ নীতিমালার আওতায় 'সম্প্রচার' বলতে এমন সব প্রক্রিয়াকে বুঝাবে, যার মাধ্যমে কোন অডিও, ভিডিও এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল তথ্য উপকরণ (কনটেন্ট) যথাঃ অনুষ্ঠান, সংবাদ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি টেরেস্ট্রিয়াল প্রেরক যন্ত্র, তার (ক্যাবল), ভূ-উপগ্রহ অথবা অন্য কোন উপায়ে তরঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে একই সাথে ছড়িয়ে দেয়া হয়; যা রেডিও, টেলিভিশন অথবা একই ধরনের অন্য কোন ইলেকট্রনিক গ্রাহকযন্ত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। টেরেস্ট্রিয়াল, ভূ-উপগ্রহ, কেবল্ নেটওয়ার্ক, অনলাইন ইত্যাদি যে মাধ্যমেই সম্প্রচারিত হোক না কেন টেলিভিশন ও বেতারের অনুষ্ঠান, সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের কনটেন্টের ক্ষেত্রে সম্প্রচার নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

১.২ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১.২.১ জনগণের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সমুন্নত রেখে সম্প্রচার মাধ্যমসমূহের স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;

১.২.২ সম্প্রচার মাধ্যমে মত প্রকাশ ও সম্প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতি ও মানদণ্ড অনুসরণ, বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা, বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও গণমুখীতা (Pro-people) বজায় রাখা এবং তথ্যের অবাধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

১.২.৩ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্প্রচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা;

১.২.৪ সম্প্রচার মাধ্যমের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

১.২.৫ সম্প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠায় উন্মুক্ত (Open) ও সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা;

১.২.৬ বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, নারী, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

১.২.৭ সুস্থ বিনোদনের ধারা তৈরী করা;

১.২.৮ সমাজের সকল ক্ষেত্রে সাম্য ও সমতার নীতি প্রতিষ্ঠায় সম্প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা নিশ্চিত করা;

১.২.৯ সকল সম্প্রচার মাধ্যমকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় এনে এ সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা;

১.২.১০ সম্প্রচার সেবা প্রদানকারীদের লাইসেন্স প্রদান, পরিবীক্ষণ (Monitoring) এবং মান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করা;

১.২.১১ বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ধারার প্রতিফলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুষ্ঠান সম্প্রচার নিশ্চিত করা;

১.২.১২ সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে সম্প্রচার মাধ্যমের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;

১.২.১৩ সম্প্রচার মাধ্যমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সমুন্নতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

১. ৩ কৌশলসমূহ

১.৩.১ এ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণ;

১.৩.২ এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন;

১.৩.৩ এ নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠন;

১.৩.৪ সম্প্রচারের মান নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্প্রচার লাইসেন্স

২.১ লাইসেন্স প্রদান

২.১.১ সকল সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে সরকার বা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

২.১.২ সম্প্রচার কমিশন অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে লাইসেন্স প্রদানের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা সুপারিশ করবে;

২.১.৩ উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সম্প্রচার কমিশন লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারকে সুপারিশ করবে;

২.১.৪ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে অনাপত্তিপত্রপ্রাপ্ত সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহ এ নীতিমালার আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবে, তবে তাদের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার সকল শর্ত সমভাবে প্রযোজ্য হবে;

তৃতীয় অধ্যায়

সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার

৩.১ অনুসরণীয় মানদণ্ড

৩.১.১ অনুষ্ঠান বিধিতে (Programme Code) অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অনুসরণীয় মানদণ্ডের উল্লেখ থাকবে-

(ক) সম্প্রচারিত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা;

(খ) পেশাগত নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা;

(গ) সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা।

৩.২ সংবাদ ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান

৩.২.১ অনুষ্ঠানে সরাসরি বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন ভাবেই দেশবিরোধী এবং জনস্বার্থবিরোধী বক্তব্য প্রচার করা যাবে না;

৩.২.২ আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে কোন প্রকার বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য বা উপাত্ত দেয়া পরিহার করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সকল পক্ষের যুক্তিসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে;

৩.২.৩ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যেমনঃ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের ভাষণ, জরুরি আবহাওয়া বার্তা, স্বাস্থ্য বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, প্রেস নোট ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান জনস্বার্থে যথাযথভাবে সম্প্রচার/প্রচার করতে হবে।

৩.৩ মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাস

৩.৩.১ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নীতিমালা সমুন্নত রাখতে হবে;

৩.৩.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন, জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে যথাযথ মর্যাদার সাথে অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে।

৩.৪ ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অনুভূতি

৩.৪.১ দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার প্রতিফলন এবং এর সঙ্গে জনসাধারণের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ধারাকে দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে সংস্কৃতি বিকাশের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে;

৩.৪.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার সুষ্ঠু প্রতিফলনের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে;

৩.৪.৩ সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিল্প ও শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে;

৩.৪.৪ অনুষ্ঠান সম্প্রচারে শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের মান সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং বাংলা ভাষার দূষণ, বিকৃত উচ্চারণ ও বিদেশী ভাষার সুরে বাংলা উচ্চারণ পরিহার করতে হবে।

৩.৪.৫ সকল ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে;

৩.৪.৬ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তথা সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমমর্যাদা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কোন বক্তব্যে নারীকে অবদমিত/হীনভাবে উপস্থাপন করা যাবে না।

৩.৫ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

৩.৫.১ স্বেচ্ছাভিত্তিক কাজ ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচার করতে হবে;

৩.৫.২ কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে হবে;

৩.৫.৩ শ্রমের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার প্রয়াস চালাতে হবে;

৩.৫.৪ কৃষিকাজে শ্রম দেয়া অমর্যাদাকর নয় বরং জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় এবং যে কোন শ্রমই মর্যাদাপূর্ণ কাজ এ ধারণা প্রতিফলিত হতে হবে।

৩.৫.৫ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা ও এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তাদেরকে আগ্রহী করে তুলতে হবে;

৩.৫.৬ যুব সম্প্রদায়ের সৃজনশীল চিন্তাধারা ও শক্তিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ, আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;

৩.৫.৭ নৈতিকতাবোধের উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্যে উৎসাহিত করতে হবে;

৩.৫.৮ জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকল নাগরিককে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য সচেতন করে তুলতে হবে।

৩.৬ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান

৩.৬.১ বিনোদনের জন্য সুস্থ ধারার নাটক, চলচ্চিত্র, গান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে;

৩.৬.২ শিশু বা নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানীমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন অনুষ্ঠান প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে;

৩.৬.৩ শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক, মানবিক এবং নৈতিক গঠনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন ধরণের অশ্লীল, তথ্যগতভাবে ভুল ও ভাষাগতভাবে অশোভন এবং সহিংসতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

৩.৬.৪ নাটক, লোক সংস্কৃতিমূলক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে, তবে কোন অঞ্চলের প্রতি পরিহাস করার জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না;

৩.৬.৫ কোন প্রকার অশোভন উক্তি/আচরণ করা এবং অপরাধীদের কার্যকলাপের কৌশল প্রদর্শন যা অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনে সহায়ক হতে পারে এমন দৃশ্য প্রচারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

৩.৬.৬ মানবিক অনুভূতিতে আঘাত করে এমন দৃশ্য যেমন হত্যাকাণ্ড, দুর্ঘটনায় নিহত ও আত্মহত্যাকারির মৃতদেহ, মানুষ ও প্রাণী নির্যাতন এবং ধর্ষণ ও ব্যভিচার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কোন নারী বা শিশুর স্থির বা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে না;

৩.৬.৭ দেশী ও বিদেশী ছবি/অনুষ্ঠানে অশ্লীল দৃশ্য, হিংসাত্মক, সন্ত্রাসমূলক এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান প্রচার করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

৩.৭ ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

৩.৭.১ দেশীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও সুস্থ বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে;

৩.৭.২ শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে;

৩.৭.৩ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ও তথ্য নির্ভর অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে;

৩.৭.৪ দেশের প্রতিটি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর হতে সচেতন ও আগ্রহী করার জন্যে অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে;

৩.৭.৫ জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজন এ জাতীয় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিজ্ঞাপন সম্প্রচার

৪.১ রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বক্তব্য

৪.১.১ বিজ্ঞাপনের ভাষা, দৃশ্য কিংবা নির্দেশনা ধর্মীয় অনুভূতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং রাজনৈতিক অনুভূতির প্রতি পীড়াদায়ক হতে পারবে না।

৪.২ পণ্য, পণ্যের মান এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

৪.২.১ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর তালিকাভুক্ত পণ্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে বিএসটিআই-এর মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র উপস্থাপন করতে হবে;

৪.২.২ বিজ্ঞাপনে প্রতিযোগী পণ্যের তুলনা বা নিন্দা করে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা যাবে না এবং এমন কোন বর্ণনা বা দাবী প্রচার করা যাবে না যাতে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতারিত হতে পারে;

৪.২.৩ সংবাদ আকারে এবং কোন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিজ্ঞাপন প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

৪.২.৪ বিজ্ঞাপনের অডিও মানসম্মত এবং শ্রুতিমধুর হতে হবে এবং বিজ্ঞাপনে নোংরা ও অশ্লীল শব্দ, উক্তি, সংলাপ, জিংগেল ও গালিগালাজ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে;

৪.২.৫ মেধাস্বত্ব আইন অনুসরণ করে এবং দেশী-বিদেশী গান বা গানের অংশ বা গানের সুর, সুরকার ও স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

৪.২.৬ ঔষধ জাতীয় পণ্য, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/ছাড়পত্র বিজ্ঞাপনদাতার কাছে আছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে;

৪.২.৭ বিজ্ঞাপন চিত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং বিশেষ করে ঔষধপত্র ও চিকিৎসা বিষয়ক পণ্যের বিজ্ঞাপনে চিকিৎসকদের পরামর্শ ও তাদের পরিচয় ব্যবহার পরিহার করতে হবে। তবে, জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন যেমন-এইডস, ডায়রিয়া, ডেংগু, যক্ষ্মা, মহামারি ইত্যাদি প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ, এসিড নিক্ষেপ নিরোধ/প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুমতিক্রমে পরিচয়সহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দেখানো যেতে পারে;

৪.২.৮ বিজ্ঞাপনে পরিবেশ বান্ধব নয় এমন দৃশ্য প্রচার পরিহার করতে হবে;

৪.২.৯ রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ভবন, স্থাপনা, কার্যালয়, যেমন- জাতীয় সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, কোর্ট বা আদালত ও আদালতের কার্যক্রম, সেনানিবাস এলাকা ইত্যাদি কোন পণ্যের বিজ্ঞাপনচিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না।

৪.৩ মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা এবং সংস্কৃতি

৪.৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলোর মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

৪.৩.২ বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, শিশু-কিশোর ও যুব সমাজের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে এবং সংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার পরিহার করতে হবে;

৪.৩.৩ কিশোর বা যুব সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় হয় এবং শ্রমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন ধারণাকে (concept) গ্রহণ করা যাবে না;

৪.৩.৪ শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা বা দৈহিক আকার ও বর্ণকে কেন্দ্র করে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না;

৪.৩.৫ অংশগ্রহণকারী মডেলদের পোশাক-পরিচ্ছদ শালীনতাপূর্ণ হতে হবে।

৪.৪ শিশু এবং নারীর অধিকার

৪.৪.১ বিজ্ঞাপনে শিশুদের পরনিন্দা, বিবাদ ও কলহের এবং ঝুঁকিপূর্ণ দৃশ্যে অংশগ্রহণ পরিহার করতে হবে এবং তাদের চরিত্র গঠনে সুশিক্ষা প্রদানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে;

৪.৪.২ শিশুর নৈতিক, মানসিক বা শারীরিক ক্ষতি করতে পারে এমন বিষয় বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এবং শিশুর স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সরলতাকে প্রতারণাপূর্ণ ও চাতুর্যের সাথে কাজে লাগিয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না;

৪.৪.৩ বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় শিশু নীতি সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ এবং *মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩* অনুসরণ করতে হবে;

৪.৪.৪ যে কোন খাদ্য বা পানীয় এর বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যগত প্রভাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সুপার ইম্পোজ করে স্পষ্টাক্ষরে দেখাতে হবে;

৪.৪.৫ বিজ্ঞাপনে ধর্ষণ, ব্যভিচার, অশ্লীল ছবি বা চলচ্চিত্র, নির্যাতন, স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এরূপ দৃশ্য, যেমনঃ ফাঁসি, শ্বাসরোধ, আত্মহত্যা, অঙ্গবিচ্ছেদ ইত্যাদি, নারীর, শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সহিংসতা বা তাঁদের প্রতি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে এ ধরনের দৃশ্য বিজ্ঞাপনে প্রদর্শন পরিহার করতে হবে;

৪.৪.৬ প্রয়োজনানুগ সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত বিজ্ঞাপনে নারীর অহেতুক ও দৃষ্টিকটু উপস্থাপন পরিহার করতে হবে।

৪.৫ বিবিধ

৪.৫.১ বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চর্চা এবং যৌক্তিক বিরতির সময়সীমা অনুসরণ করতে হবে;

৪.৫.২ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও উদ্ধৃতি, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে যেন সাধারণ দর্শক বিভ্রান্ত না হয়। এক্ষেত্রে সৃষ্ট কোন জটিলতার জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে;

৪.৫.৩ নিম্নবর্ণিত পণ্য ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচারযোগ্য বিবেচিত হবে নাঃ

ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাড়পত্রবিহীন/অননুমোদিত অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান;

খ. সামাজিক ও আইনগত ভাবে স্বীকৃত নয় এমন ক্লাব বা সমিতি;

গ. লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়িক কর্মকান্ড এবং কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান;

ঘ. বাজি ধরা, জুয়া খেলা বা এতদসংক্রান্ত সংস্থা/কোম্পানী/ব্যক্তি;

ঙ. তামাক ও তামাকজাত পণ্য, মদ বা এলকোহল মিশ্রিত নেশাজাতীয় পণ্য (এলকোহলের পরিমাণ যাই হোক না কেন) এবং মাদক/নেশাজাতীয় পণ্য;

চ. পুরুষ, মহিলা ও শিশু কিশোরদের স্লিমিং, ওজন হ্রাস অথবা সীমিতকরণ ও ফিগার নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ব্যবহৃত অননুমোদিত ঔষধপত্র ও চিকিৎসা এবং যৌন দুর্বলতা, অকাল বার্ধক্য ইত্যাদি সংক্রান্ত চিকিৎসা, স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধ, মাদুলী, কবজ, যাদু ইত্যাদি;

ছ. সরকারের অনুমোদনবিহীন আবাসিক এলাকা, ভবন বা স্থাপনা ।

৪.৫.৪ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ ছাড়পত্র ছাড়া কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়

৫.১.১ জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ, বাংলাদেশের জনগণের অবমাননা অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অখন্ডতা বা সংহতি ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন দৃশ্য বা বক্তব্য প্রচার পরিহার করতে হবে;

৫.১.২ বিচ্ছিন্নতা বা অসন্তোষ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতি বা শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচার, কোন ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ, অবমাননা বা আক্রমণ, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এমন দৃশ্য বা বক্তব্য প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

৫.১.৩ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্যাদা হানিকর তথ্য প্রচার করা যাবে না;

৫.১.৪ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক, বেসামরিক বা সরকারি তথ্য প্রচার করা যাবে না;

৫.১.৫ কোন অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপনে সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কোন সংস্থা এবং অপরাধ রোধ, অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং অপরাধীকে দন্ড প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রুপ কিংবা তাদের পেশাগত ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে পারে এমন কোন দৃশ্য প্রদর্শন কিংবা বক্তব্য প্রচার করা যাবে না;

৫.১.৬ ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আঘাত সৃষ্টি করতে পারে, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে, অথবা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে এমন ধরনের অনুষ্ঠান বা বক্তব্য প্রচার পরিহার করতে হবে;

৫.১.৭ কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরনের প্রচারণা যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধের কোন একটি বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে অথবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরনের প্রচারণা যার ফলে সে রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হতে পারে এমন দৃশ্য বা বক্তব্য প্রচার করা যাবে না;

৫.১.৮ কোন জনগোষ্ঠী, জাতি বা দেশের মর্যাদা বা ইতিহাসের জন্য ক্ষতিকর ঘটনা/দৃশ্য বিন্যাস বা তথ্যের বিকৃতি ঘটায় এমন কিছু প্রচার করা যাবে না;

৫.১.৯ জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনা প্রদর্শন পরিহার করতে হবে;

৫.১.১০ দুর্নীতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করে এ ধরনের অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না;

৫.১.১১ বিভিন্ন ধর্ম বা ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এমন অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না;

৫.১.১২ অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন দেশের প্রচলিত আইন, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্প্রচার কমিশন

৬.১ <u>সম্প্রচার কমিশন গঠন</u>

৬.১.১ আইনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠিত হবে;

৬.১.২ এ কমিশন সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদানের সুপারিশ, লাইসেন্স ফি নির্ধারণ, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, সম্প্রচারে অন্যায্য (unjust) ও অনুচিত (unfair) বিষয়াদি পরিহার এবং গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে (infringement of privacy) এমন বিষয়াদি পরিহারের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ করবে;

৬.১.৩ এ কমিশন সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান, তথ্য এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ এবং তা নিষ্পত্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৬.১.৪ এ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে;

৬.১.৫ এ কমিশনে একজন চেয়ারম্যান এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য থাকবেন;

৬.১.৬ চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি অনুসন্ধান কমিটি (Search Committee) দ্বারা মনোনীত হবেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। এ অনুসন্ধান কমিটিতে অংশীজনদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অংশীজনদের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি প্রতিনিধি, সম্প্রচার মাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সম্প্রচার বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদ, নারী প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও আইনজ্ঞ থাকতে পারেন ।

৬.১.৭ কমিশন নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে:

(ক) সম্প্রচার নীতিমালা ও কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নিয়মাবলী (Code) যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ;

(খ) সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ;

(গ) প্রয়োজনে যে কোন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন;

(ঘ) সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান ও সংবাদ নীতিমালার পরিপন্থি প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদানসহ তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ;

(ঙ) প্রণীত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে অংশীজন (Stakeholder) দের পরামর্শ গ্রহণ করে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ।

৬.১.৮ সম্প্রচার কমিশন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি অনুসরণীয় নিয়মাবলী (Code of Guidance) তৈরী করবে এবং সময়ে সময়ে অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে তা পর্যালোচনা করে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করবে। এ নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে অন্যায্য (unjust) এবং অনুচিত (unfair) বিষয়সমূহ পরীবিক্ষণ;

(খ) অযৌক্তিক/ অসমর্থিতভাবে গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে (unwarranted infringement of privacy) এমন বিষয়াদি;

(গ) সম্প্রচার মাধ্যমসমূহের Charter of Duties, তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা (Disclosure Policy) ও সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুসরণ।

৬.২ অভিযোগ ও নিষ্পত্তি

৬.২.১ সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের কোন অনুষ্ঠান, সংবাদ বা বিজ্ঞাপন যদি কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সম্প্রচার কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। এ অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সম্প্রচার কমিশন বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৬.২.২ সম্প্রচার কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত ও শুনানি করে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে;

৬.২.৩ অভিযোগ প্রমাণিত হলে সরকার আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি নিশ্চিত করবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৭.১ এ সম্প্রচার নীতিমালার আলোকে প্রতিটি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট charter of duties ও সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা কোনমতেই সম্প্রচার নীতিমালার পরিপন্থি হতে পারবে না এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

৭.২ সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে The Censorship of Films Act-1963 বা তার অধীন প্রণীত বিধি বা নীতিমালা বা এ সম্পর্কিত অন্য কোন আইনের পরিপন্থী কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে না;

৭.৩ কোন অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন শোভনীয়, সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও পরিমার্জিত কিনা এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিধা/ সন্দেহ দেখা দিলে সম্প্রচার মাধ্যমকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

৭.৪ এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই অথবা অন্য কোনো নীতিমালা বা আইনের সাথে সাঙ্ঘর্ষিক এমন বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে;

৭.৫ সম্প্রচার ও সম্প্রচার কমিশন সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আব্দুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd